হরিনাকুন্ডতে সড়ক পুনর্নির্মাণের দাবিতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুর সাধুহাটি-তৈলটুপি লালন সড়কের পুনর্নির্মাণের দাবিতে মানববন্ধন করেছে শিক্ষার্থী, ইজিবাইক শ্রমিক, ব্যবসায়ীসহ সাধারণ মানুষ।

সোমবার সকাল ১১টায় উপজেলার দোয়েল চত্তর মোড়ে এই মানববন্ধন হয়। প্রায় দুই কিলোমিটার সড়ক জুড়ে মানববন্ধনে ব্যানার ও ফেস্টুন নিয়ে তারা সড়কটির দ্রুত পুনর্নির্মাণের দাবি জানান তারা।

মানববন্ধণে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন হরিনাকুন্ড পৌরসভার মেয়র ফারুক হোসেন।মেয়র ফারুক হোসেন বলেন, প্রায় দেড় বছর আগে টেন্ডার হয়েছে। নানা টালবাহানা করে ঠিকাদার কাজ শুরু করছেন না। বেহাল সড়কে মানুষের ভোগান্তি ক্রমেই বাড়ছে। তিনি কর্তৃপক্ষের নিকট সড়কটির দ্রুত পুনর্নির্মাণের দাবি জানান।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন, শহরের শিশুকলি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থী অভিজিৎ সাহা,ইজিবাইক শ্রচালক মানিক হোসেনসহ অন্যান্যরা।

উপজেলা এলজিইডি সূত্রে জানা গেছে, শহরের দোয়েল চত্তর মোড় থেকে তৈলটুপি পর্যন্ত সড়কটির দৈর্ঘ্য ১৬ কিলোমিটার। ২০০০ সালে এর কার্পেটিংয়ের কাজ হয়। এর মধ্যে ২০১৯ সালে তৈলটুপি পর্যন্ত সাড়ে তিন কিলোমিটার কার্পেটিং হয়। ২০২১ সালে বাকি সাড়ে বারো কিলোমিটার পুনর্নির্মাণের জন্য টেন্ডার হয়। ইপিআইসি কেএপি পিওটি একেএইচআই জেভি নামে ঢাকার একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এর কাজ পায়। এলজিইডির আম্পান প্রকল্পের মাধ্যমে ৯ কোটি ৭২ লাখ ৬৩ হাজার টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে এই সড়কটি পুনর্নির্মাণের জন্য।

দরপত্র আহব্বানের দেড় বছরেও পুনর্নির্মাণ কাজ শুরু না হওয়ায় ক্ষোভ বিরাজ করছে তাদের মাঝে।

সড়কটি চলাচলের অনুপযোগী হয়ে ভোগান্তিতে পড়েছেন শিক্ষার্থীসহ সাধারণ মানুষ। প্রায়ই ঘটছে ছোট-বড় দুর্ঘটনা। সড়কের বিভিন্ন

স্থানে খোয়া উঠে সৃষ্টি হয়েছে খানাখন্দ আর গর্তের। অনেক স্থানে বর্ষার পানি জমে তলিয়ে গেছে সড়ক।

ঝিনাইদহে বিএনপির সম্মেলনে ১৬ পকেট মার

ঝিনাইদহে ১৬ জন পকেটমারকে আটক করেছে গোয়েন্দা পুলিশ। ঝিনাইদহ শহরের জজকোর্টের সামনে থেকে ২টি মাইক্রোবাস থেকে তাদেরকে আটক করা হয়। সেসময় তাদের কাছ থেকে ১০ টি চোরাই মোবাইল ফোন ৬১ হাজার ৪ শ’ টাকা উদ্ধারসহ ২ টি মাইক্রোবাস জব্দ করা হয়।

আটককৃতরা শনিবার ডাকাবাংলা আব্দুর রউফ ডিগ্রী কলেজ মাঠে বিএনপির সম্মেলন থেকে লোকজনের পকেট মেরে মাদারীপুর শম্ভু মেলার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। আজ সকালে প্রেস ব্রিফিংএ এ তথ্য জানায় ঝিনাইদহ জেলা পুলিশ।

আটককৃতরা হলো- খুলনা সদরের হাফেজ উদ্দীনের ছেলে বাদল হাওলাদার (৫০), লাল মিয়ার ছেলে জাহাঙ্গীর হোসেন (৪০), চাঁন্দু সরদারের ছেলে ইসমাইল সরদার (৫০), রুপসা থানার জজ আলী শেখের ছেলে ইসহাক শেখ (৫০), মজিদ গাজীর ছেলে মনির গাজী (৪৪), ফুলতলার আব্দুল গফুর মোল্লার ছেলে ওমর ফারুক মোল্লা (২৫), বটিয়াঘাটার আব্দুর রহমানের ছেলে বিল্লাল হোসেন (৩২), নারায়নগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলার দুলাল চন্দ্র দে’র ছেলে রতন চন্দ্র দে (৩৭), আবুল কালামের ছেলে রাসেল (২৪), সিদ্ধিরগঞ্জ উপজেলার মুধু মিয়ার ছেলে শাহিন (২৫), নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার নিজাম উদ্দনের ছেলে রুবেল খা (২২), সিলেটের দক্ষীন সুরমা উপজেলার আব্দুল শহিদ’রর ছেলে গুলজার আহম্মেদ (২৬), কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার আবুল হোনের ছেলে আব্দুল হালিম (৫৫), শরীয়তপুরের গোসাইর হাট উপজেলার আব্দুল সামাদ আলীর ছেলে শওকত আলী (৫০), বাগেরহাট সদরের আব্বাস শেখের ছেলে জুয়েল শেখ (২৮) ও মকলেস শেখের ছেলে মুরাদ শেখ (২৬)।

প্রেস ব্রিফিংএ উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহ পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম পিপিএম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আনোয়ার সাঈদ (প্রশাসন ও

অপরাধ), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু রাসেল (সদর), সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবুল বাসার, গোয়েন্দা পুলিশের ওসি আনোয়ার হোসেন।

সভাপতি এড এম এ মজিদ, সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা

ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সাবেক ছাত্রনেতা এড এম এ মজিদ। এর আগে তিনি জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য সচিব ছিলেন। এছাড়া সাধারণ সম্পাদক পদে জাহিদুজ্জামান মনা ও সাংগঠনিক সম্পাদক পদে সাজেদুর রহমান পপ্পু নির্বাচিত হয়েছেন।

শনিবার বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ কেন্দ্রীয় নেত্রবৃন্দের উপস্থিতিতে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। শনিবার সন্ধ্যার দিকে ভোট গননা শেষে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ নবনির্বাচিত সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদকের নাম ঘোষনা করেন।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ডাকবাংলা আব্দুর রউফ কলেজ মাঠে বিএনপির এই কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলে ১০১০ জন ভোটারের মধ্যে ৯২৮ জন তাদের ভোটাধীকার প্রয়োগ করেন। সভাপতি পদে আর কেউ প্রতিদ্বন্দিতা না করায় সাবেক ছাত্রনেতা এড এম এ মজিদ বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির নতুন সভাপতি নির্বাচিত হন।

এছাড়া গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে যুবদলের সাবেক সভাপতি জাহিদুজ্জামান মনা ও সাংগঠনিক সম্পাদক পদে সেচ্ছাসেবকদলের জেলা আহবায়ক সাজেদুর রহমান পপ্পু নির্বাচিত হন।

জেলা সাধারণ সম্পাদক পদে সাবেক ছাত্র নেতা এড আব্দুল আলীম ও ঝিনাইদহ পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি আব্দুল মজিদ বিশ্বাস প্রতিদ্বন্দিতা করেন। অন্যদিকে সাংগঠনিক সম্পাদক পদে সরকারী কেসি কলেজের সাবেক দুই জিএস সাজেদুর রহমান পপ্পু ও শাহাজাহান আলী প্রতিদ্বন্দিতা করেন।

দেশে আ’লীগের অধীনে আর কোন নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, আওয়ামী লীগের অধীনে এ দেশে আর কোন নির্বাচন হবে না, হতে দেওয়াও হবে না। এই ভোট ডাকাত ও মাফিয়া সরকারকে হটিয়ে নিরপেক্ষ সরকার কায়েম করা হবে। আর নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীন গঠিত নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের অধীন নির্বাচন হবে।

তিনি বলেন, এ সরকার ক্ষমতায় আসার আগে বলেছিল ঘরে ঘরে চাকরি দিবে, বিনা পয়সায় সার দিবে, আর দশ টাকা কেজি চাল খাওয়াবে। টাকা ছাড়া ঘরে ঘরে কেও চাকরী পায়নি। তাও আ’লীগ না করলে কারো চাকরী হয়নি। দেশের মানুষ সর্বোচ্চ মুল্য দিয়ে এখন চাল কিনে খাচ্ছেন। কোন কৃষক সারও বিনা পয়সায় পয়নি। এ সরকার প্রতারণা ও ভাউতাবাজীর সরকার।

মির্জা ফখরুল ইসলাম শনিবার ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সম্মেলন ও কাউন্সিল উপলক্ষ্যে সদর উপজেলার ডাকবাংলা আব্দুর রউফ কলেজ মাঠে আয়োজিত এক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। সম্মেলন চলাকালে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন দেশনায়ক তারেক রহমান লন্ডন থেকে দুপুর ১২.৩০ টায় ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হন।

জেলা বিএনপির আহবায়ক এড এস এম মশিয়ূর রহমানের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব এড এম এ মজিদের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, বিএনপির চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা সাবেক এমপি মসিউর রহমান, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অনিন্দ্য ইসলাম অমিত, কেন্দ্রীয় মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক আসাদুজ্জামান, কেন্দ্রীয় সহ সাংগঠনিক সম্পাদক জয়ন্ত কুমার কুন্ডু, কেন্দ্রীয় সহ তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক আমিরুজ্জামান খাঁন শিমুল, ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির জেলা যুগ্ম আহবায়ক আব্দুল মালেক, জেলা যুগ্ম আহবায়ক আক্তারুজ্জামান, নির্বাহী সদস্য আব্দুল ওহাব, নির্বাহী সদস্য মীর রবিউল ইসলাম লাবলু, সদর উপজেলা সভাপতি এড মুন্সি কামাল আজাদ পান্নু, মহেশপুর, পৌর সভাপতি আমিরুল ইসলাম চন্নু, মহেশপুর

উপজেলা সভাপতি মেহেদী হাসান রনি, শৈলকূপা পৌর সভাপতি আবু তালেব, উপজেলা সভাপতি আবুল হোসেন, কোটচাঁদপুর পৌর সভাপতি সালাউদ্দিন বুলবুল সিডল, উপজেলা সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, হরিণাকুন্ডু পৌর সভাপতি জিন্নাতুল হক খাঁন ও উপজেলা সভাপতি আবুল হোসেন মাস্টার প্রমুখ।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আরো বলেন, আওয়ামীলীগ এ দেশে মাফিয়াতন্ত্র কায়েম করে মাফিয়া রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। ভোট ডাকাতির মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে রাষ্ট্রিয় সম্পদ লুটপাট করেছে। তাই সীমাহীন লুটপাট ও চুরির কারণে তারা মাথা নিচু করে থাকে। তিনি বলেন এ সরকারের চোরদের তাই মাথা নিচু করেই ক্ষমতা ছাড়তে হবে। তারপরও তাদের রেহাই নেই। ভোট ডাকাতি, গনতন্ত্র হত্যা, বিপন্ন মানবাধিকার, মানুষ হত্যা, খুন ও গুমের কারণে তাদের বিচারের মুখোমুখি হতে হবে।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, চরম দুঃশাসনে দেশবাসি যখন দিশেহারা তখন আলোকবর্তিকা হয়ে আমাদের মাঝে মুক্তির ঝান্ডা নিয়ে এসেছেন তারেক রহমান। তার নেতৃত্বে এই ফ্যাসিষ্ট সরকারের পতন ঘটিয়ে সত্যিকার জনগনের প্রতিনিধিত্বমুলক সরকার কায়েম করা হবে। মিজা ফখরুল অভিযোগ করে বলেন, এ সরকার নির্বাচতি সরকার নয়। এরা আধিপত্যবাদ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতা দখল করেছে। তারা গনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করেছে। ভোট ও কথা বলার অধিকার কেড়ে নিয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান আন্দোলন নিয়ে মির্জা ফখরুল ইসলাম বলেন, ছাত্রলীগরে অস্ত্রধারী গুন্ডারা ছাত্রদলের ছেলেদের উপর ঝাপিয়ে পড়েই ক্ষ্যান্ত হয়নি, তারা নারীদের নির্যাতন করেছে। অনেক নারী আইসিউতে চিকিৎসাধীন। তারদের উপর বর্বরোচিত হামলা চালিয়ে ছাত্রলীগ তাদের ফ্যাসিষ্ট রুপ আবোরা প্রকাশ করেছে।

তিনি বলেন সন্ত্রাস ও পুলিশকে কাজে লাগিয়ে এই ভোট ডাকাতির সরকার খুলনা ও পটুয়াখালীতে বিএনপির উপর হামলা করেছে।

বিএনপি মহাসচিব আগত নেতাকর্মী ও ডেটিগেটদের আশ্বস্ত করে বলেন, আওয়ামীলীগ আর পারবে না। এবার জনগন জেগে উঠেছে। জনতার উত্তাল ক্ষোভ শক্তিতে পরিণত হয়েছে। দেশ নায়ক তারেক রহমানের নেতৃত্বে নেতাকর্মী ও দেশের মানুষ এখন উজ্জীবিত। তিনি বলেন, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের যে মুক্তির পতাকা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান

উত্তোলন করেছিলেন, তা এখন তারেক রহমানের হাতে।

বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা সাবেক হুইপ মসিউর রহমান বলেন, এই ফ্যাসিষ্ট সরকারের দুঃশাসন থেকে মুক্তি পেতে হলে রক্ত দিতে হবে। ত্যাগ না করলে মুক্তি নেই। তিনি বলেন, বৃদ্ধ বয়সে আমার নামে ২৮টি গয়েবী মামলা। ১০ বছরের জেল নিয়ে আমি রাজনীতি করছি। জানি না এটাই আপনাদের সঙ্গে শেষ দেখা কিনা। তিনি বলেন, আমার মৃত্যুর খবর পেলে অন্তত সবাই দেখতে আসবেন।

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক জাহিদ হোসেন বলেন, বিএনপি গনতান্ত্রিক দল। তাই এই দলের নেতা নির্বাচতি হচ্ছে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে। তিনি বলেন, এ সরকার ১০ হাজার কোটি টাকার পদ্মা সেতু ৩০ হাজার কোটি টাকা করে বিদেশে টাকা পাচার করেছে। মেগা প্রকল্প মানেই মেগা দুর্নীতি। তিনি বলেন, ঝিনাইদহের মানুষ রক্ষিবাহিনীর অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করেছে। তাই এই জেলার নেতাকর্মীদের যতক্ষন শ্বাস আছে, ততক্ষন স্বৈরাচার সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাবে। তিনি বলেন, বিপন্ন বাংলাদেশকে জাগিয়ে তুলতে আমাদের পাশে আছেন জননায়ক তারেক রহমান। কাজেই আমাদের ভয় নাই।

বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেন, গনতন্ত্র আসলে কি তা ঝিনাইদহের কাউন্সিল হওয়ার পর শেখ হাসিনা ও তার আজ্ঞাবহ নির্বাচন কমিশন শিক্ষা নিতে পারে। তিনি বলেন, এ সরকারের মুখে গনতন্ত্রের ছবক মানায় না। তারা বিশ্ব ভোটচোর হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। অমিত আরো বলেন, অবিচার যখন আইন হয়, তখন প্রতিরোধ কর্তব্য হয়ে দাড়াই।

কাউন্সিলে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন দেশনায়ক তারেক রহমান ভার্চুয়ালি সংযুক্ত থাকাবস্থায় পুলিশের গুলিতে নিহত মহেশপুর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের বিএনপি কর্মী ইন্তাজুলের মেয়ে সুমাইয়া খাতুন, নিহত পলাশের পিতা আরাপপুরের গোলাম মোস্তফা ও শহরের কলাবাগান পাড়ার যুবদল নেতা মির্জার মা তারেক রহমানের দেওয়া আর্থিক সহায়তা গ্রহন করেন। বিএনপি কর্মী ইন্তাজুলের মেয়ে সুমাইয়া খাতুন ও পলাশের পিতা গোলাম মোস্তফা অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিয়ে বলেন, কি দোষ ছিল তাদের। দোষ একটাই তারা বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার দল করতেন।

শনিবার বিকালে ডাকবাংলা আব্দুর রউফ কলেজ অডিটোরিয়ামে গোপন

ব্যালটের মাধ্যমে ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির কমিটি গঠন প্রক্রিয়া চলছিল।

হরিণাকুন্ডুতে বৃদ্ধাশ্রমের সদস্যদের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহার সামগ্রী বিতরণ

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু শহরতলীর জোড়াপুকুরিয়া গ্রামের বৃদ্ধাশ্রমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করা হয়েছে।

শনিবার সকালে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক মনিরা বেগম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বৃদ্ধাশ্রমের সদস্যদের মাঝে উপহার সামগ্রী বিতরণ করেন।

এসময় হরিণাকুন্ডু উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুস্মিতা সাহা, সহকারি কমিশনার (ভূমি) সেলিম আহম্মেদ, হরিণাকুন্ডু পৌরসভার মেয়র ফারুক হোসেন, হরিণাকুন্ডু থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

উপহার হিসেবে চাল, ডাল, চিনি, তেল, লবন, চিড়া, নুডুলস সহ মোট ১৬.৫০ কেজি দ্রব্য বিতরণ করা হয়।

হরিণাকুন্ডুতে কিশোরীদের

সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান

উন্নত পল্লী উন্নত দেশ বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু আদর্শ আন্দুলিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শনিবার সকাল ১০টার সময় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) হরিণাকুন্ডু কর্তৃক দরিদ্র মহিলাদের সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান প্রকল্প (ইরেসপা) দ্বিতীয় পর্যায়ে কিশোরীদের সচেতনামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

হরিণাকুন্ডু আদর্শ আন্দুলিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাসুদুল হাসান টিটোর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব সুস্মিতা সাহা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ৩ নং তাহেরহুদা ইউপি চেয়ারম্যান মঞ্জুর রাশেদ, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃপঃ কর্মকর্তা ডাঃ জামিনুর রশীদ, বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হাসান মাহমুদ ইমাম, উপজেলা বিআরডিবি কর্মকর্তা ফাতেমা-তুজ-জোহরা, উপজেলা বিআরডিবি অফিসার মোঃ আমজাদ হোসেন।

বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ইমরুল কায়েসের সঞ্চালনায় হরিণাকুন্ডু প্রেসক্লাবের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মোঃ আশরাফুল ইসলাম ইসলাম, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আশরাফুল আলম সহ বিদ্যালয়ের কিশোরীরা উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুস্মিতা সাহা কিশোরীদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য পেশ করেন এবং অনুষ্ঠান শেষে সবাইকে উপহার প্রদান করেন।

শৈলকুপায় ৬টি অবৈধ হাসপাতাল ও ডায়াগনোস্টিক সেন্টার বন্ধ

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় অভিযান চালিয়ে ৬টি অনিবন্ধিত প্রাইভেট

হাসপাতাল ও ডায়াগনোস্টিক সেন্টার বন্ধ করে দিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ। শনিবার দুপুরে উপজেলার কবিরপুর, হাটফাজিলপুর ও লাঙ্গলবাধ এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।

এসময় প্রাইভেট হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার পরিচালনার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের শর্তাবলি পূরণ না করায় ২টি ক্লিনিক ও ৪ ডায়াগনস্টিক সেন্টার কে বন্ধ ঘোষণা করে সিলগালা করে দেওয়া হয়।

অভিযানে কবিরপুর এলাকার সিটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার, হাটফাজিলপুরের অর্পন ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও লালন শাহ ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনোস্টিক সেন্টার এবং লাঙ্গলবাধ এলাকার মা কেয়ার প্রাইভেট হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনোস্টিক সেন্টারে তালা লাগিয়ে সিলগালা করে দেওয়া হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য ও প.প. কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ডা. শাহনেওয়াজ ইবনে কাশেম। এসময় উপস্থিত ছিলেন শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. মো. সুজায়েত হোসেন, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ওয়াহিদুজ্জামান মিয়া ও পুলিশ সদস্যরা।

ঝিনাইদহে ৮ অবৈধ ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার সিলগালা

অনিবন্ধিত প্রাইভেট ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার বন্ধে ঝিনাইদহ শহরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ। শুক্রবার দুপুরে শহরের আরাপপুর, টার্মিনাল, হামদহসহ বিভিন্ন এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।

ঝিনাইদহের ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডা. মিথিলা ইসলাম জানান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশ মোতাবেক জেলা জুড়ে অবৈধ প্রাইভেট হাসপাতালের তালিকা তৈরি করে অভিযান চালানো হচ্ছে। যেসব হাসপাতালের নিবন্ধন নেই, সেসব হাসপাতালে তালা ঝুলিয়ে সিলগালা করা হয়েছে। নিবন্ধন পাওয়ার পর, সেগুলো চালু করা যাবে।

শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত ওমেগা প্রাইভেট হাসপাতাল, ছন্দা হাসপাতাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ঢাকা ল্যাব অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, নোভেল প্রাইভেট হাসাপাতালসহ আটটি প্রাইভেট হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

ঝিনাইদহ জেলা জুড়ে অবৈধ প্রাইভেট হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার বন্ধে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি জানান।

স্বাস্থ্য বিভাগের দেওয়া তথ্য মতে, জেলায় ১৭৯টি প্রাইভেট হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার রয়েছে। যার মধ্যে ২৭টি অনিবন্ধিত ও ৪৮টির নবায়ন করা হয়নি।

কোটচাঁদপুরে ইয়াবাসহ মাদকসেবীর ৩ মাসের কারাদন্ড

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে মাদক বিরোধী অভিযানে ৫২ পিচ ইয়াবাসহ মনিরুর ইসলাম (৩৩) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

বৃহস্পতিবার দুপুরে পৌর শহরের বাজেবামনদাহ কারিকর পাড়ার নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে মাদকসেবী যুবককে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ৫ হাজার টাকা জরিমানার আদেশ প্রদান করেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট মোঃ দেলোয়ার হোসেন।

দন্ডপ্রাপ্ত মনিরুল ইসলাম ওই এলাকার মসলেম উদ্দীনের ছেলে। জেলা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিদর্শক আবুল কালাম আজাদ জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি দল কোটচাঁদপুর পৌর শহরের বাজেবামনদাহ পাড়ায় অভিযান চালায়।

এসময় মাদকসেবী মনিরুলকে গ্রেফতার করা হলে, তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী ৫২ পিচ ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। পরে তাকে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড দেয় ভ্রাম্যমান আদালত।

কোটচাঁদপুরে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে সাদিয়া সুলতানা নুপুর (১৫) নামে দশম শ্রেণীর এক শিক্ষার্থীর আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। বুধবার সকালে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোরে নেওয়ার পথে সে মারা যায়।

তবে কি কারনে ওই শিক্ষার্থী আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে! তা, এখনো জানা না গেলেও প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে প্রেম ঘটিত কারণে নুপুর আত্মহত্যা করেছে।

কোটচাঁদপুর থানার উপ- পরিদর্শক এসআই জাহিদ হোসেন জানান, উপজেলার বলুহর গ্রামের বকুলতলা পাড়ার বিল্লাল হোসেনের মেয়ে ও স্থানীয় শেখ মোজাফফর হোসেন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী সাদিয়া সুলতানা নুপুর গত সোমবার স্কুলে যাওয়ার পথে বিষপান করেন।

পরিবারের লোকজন তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে ভর্তি করেন। পরে চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফেরার পর বুধবার সকালে আবারো অসুস্থ্য হয়ে পড়লে তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়।

সেখানে অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসক তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করেন। সেখানে নেওয়ার পথেই সে মারা যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পার্শ্ববর্তী রামচন্দ্রপুর গ্রামের শরিফুল ইসলামের ছেলে ট্রাকচালক শাকিলের সঙ্গে নুপুরের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। বিষয়টি জানাজানি হলে, পরিবারের লোকজন তাকে বাধা দেয়। এতে সে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে।

পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মৃতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য সদর হাসপাতালে পাঠায়। এঘটনায় কোটচাঁদপুর থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।